ভিয়েতনামের ট্রান রাজবংশ:

ট্রান নামে একটি উপজাতি ১২২৫ খ্রিস্টাব্দে সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই উপজাতির এলাকা ছিল হং নদীর উপকূল অঞ্চলে। নৌবাহিনীর জোরে তারা সামরিক সাফল্য পেয়েছিল। এই নৌবাহিনী নিয়ে তারা দেশের মধ্যে প্রবেশ করে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। ট্রান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন ট্রান থুডো। তিনি কখনো সিংহাসনে বসেননি তবে রাজবংশের ওপর তাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল। পূর্বতন লাই রাজনৈতিক ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য তিনি উদ্যোগ নেন। ভিয়েতনামের অন্যান্য রাজতান্ত্রিক উপজাতির ওপর তিনি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। রাজসভা, শাসন ও অর্থনীতি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব পরিহার করার জন্য শুধু ট্রান উপজাতির মধ্যে রাজার বিবাহের ব্যবস্থা হয়, ট্রান রাজারা নিজেদের নিকট আত্মীয়দের বিবাহ করেন। ট্রান রাজারা নিকট আত্মীয়দের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন। যার ফলে রাজপরিবারে সংহতি বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় এই সকল নিয়মের বিচ্যুতি ঘটলে ট্রান রাজ্য ভাঙতে শুরু করে।

ত্রয়োদশ শতকের তিরিশের দশকে এই রাজবংশ একটি সুগঠিত আমলাতন্ত্র গঠন করেছিল। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা এখানে নিয়োগ করা হত। লাই রাজতন্ত্রের চেয়ে এই আমলাতন্ত্র অনেক উন্নততর ছিল। পরীক্ষার্থীকে ধ্রুপদী শিক্ষা, সাধারণ ইতিহাস ও চিনের ইতিহাস পড়তে হত। ট্রান রাজবংশের অধীনে খাস জমির পরিমাণ বেড়ে যায়, ধান উৎপাদনও অনেকখানি বেড়েছিল। কৃষিতে উদ্বৃত্ত দেখা দিয়েছিল। হং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে ট্রান রাজবংশের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ট্রান রাজবংশ ছিল ধর্মভীরু বৌদ্ধ। লাই যুগের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এরা বহন করেছিল। এই সময় দেশে একটি সচ্ছল ভূস্বামী শ্রেণির আবির্ভাব হয়েছিল যারা সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, অনুগত এবং কনফুসীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত। পরবর্তী সময় ট্রান রাজ্য ভাঙতে শুরু করলে এরাই দেশে শান্তি রক্ষা করেছিল।

ট্রান যুগে দাইভিয়েতে মোঙ্গল আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ১২৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগে মোঙ্গলরা চীনের প্রদেশ ইউনান দখল করেছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল দাইভিয়েতে প্রবেশ করে তারা চীনের সুঙ সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করবে।কিন্তু ট্রান রাজবংশের প্রবল বাধায় মোঙ্গলরা ইউনানেই সীমাবদ্ধ থাকে। পরবর্তী সময় মোঙ্গল নেতা কুবলাই খাঁ সুঙ রাজ্যের কিছুটা দখল করে থাংলঙে দূত পাঠিয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বলে। স্বাভাবিকভাবেই এই দাবী ভিয়েতনাম দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়। ১২৮৪ তে মোঙ্গলরা চারদিক থেকে দাইভিয়েত আক্রমণ করেছিল। রাজকুমার ট্রান কুয়োকের নেতৃত্বে মোঙ্গলদের বাধা দেওয়া হয়। নিম্ন হং নদী অঞ্চলে যুদ্ধ হয়। অবশেষে মোঙ্গলরা পরাস্ত হয় এবং তারা ভিয়েতনাম থেকে সরে যায়। এক্ষেত্রে ভিয়েতনামের নৌবহর একটি বড় ভূমিকা নিয়েছিল।

মোঙ্গল যুদ্ধে জয়ী হলেও ট্রানরা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে যায়। এরপর তারা দাই ভিয়েতের নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হয়। রাজ্যে সামাজিক অশান্তি দেখা দেয় এবং ১৩৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে অনেকগুলি বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়। রাজা ট্রান মিন টং এর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এবং পূর্বতন লাই বংশের হো কুই লাই সিংহাসন দখল করেন। অবশ্য তাঁর সিংহাসন দখলের পরবর্তী দু'দশক চামদের বারংবার আক্রমণ দেশের শান্তিকে বিঘ্নিত করেছিল। অবশেষে হো কুই লাই পুনরায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তবে তিনি বেশিদিন শাসন করতে পারেননি। তাঁর নিষ্ঠুরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, অভিজাত বৌদ্ধ সমাজ এবং বুদ্ধিজীবি সাহিত্যিকদের প্রতি বিরূপতা এর কারণ। ঠিক এই পরিস্থিতিতে চীনের মিং রাজবংশ দাই ভিয়েতে হস্তক্ষেপ করে এবং ট্রান রাজবংশকে ফিরিয়ে আনার অজুহাতে পরবর্তী প্রায় দু'দশক ভিয়েতনামকে চীনের একটি প্রদেশে পরিনত করার চেষ্টা চলেছিল।